সংবাদ

11 AUG 2008

বামনা (বরগুনা) : বামনা উপজেলার খাতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মূল ভবন ঘূর্ণিঝড় সিডরে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ৮ মাস শেষ হলেও সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি -সংবাদ

সিডর বিধ্বস্ত বামনার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত

প্রতিনিধি, বামনা (বরগুনা)

ঘূর্ণিঝড় সিডর বিধ্বস্ত বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার ৪ ইউনিয়নের ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়, আসবাবপত্র, নলকূপ, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং খেলাধুলা মাঠের অভাবের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বামনা উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তিযোগ্য বালক-বালিকার সংখ্যা ১০ হাজার ৫৬৮ জন। উপজেলার ৩৭টি সরকারি, ১৪টি বেসরকারি রেজিস্ট্রার এবং ৪টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭ হাজার ৭১৪ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় সিডর বিধ্বস্ত দরিদ্র পরিবারের ২ হাজার ৮৫৪ জন বালক-বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হতে পারেনি। যারা ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে ঝরে পড়েছে প্রায় দুই হাজারেরও অধিক ছাত্রছাত্রী। বিদ্যালয়গুলোতে ৬ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১৯ জন সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। গ্রামগঞ্জের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়ে মাত্র ২/৩ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শহর পর্যায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কোটার চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। গত বছরের ১৫ নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে উপজেলার ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪ কোটি টাকা হলেও সরকারিভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ১৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ৩৯টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৭৮ লাখ টাকা হলেও বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ২৬ লাখ ২০ হাজার টাকা। যার জন্য অনেক বিদ্যালয়ে ক্লাসরুমে সমস্যা, চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র নেই, গভীর নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে রোদ বৃষ্টিতে ভিজে-পুড়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে।

অপরদিকে উপজেলা প্রাথমিক অফিসেও রয়েছে জনবল সঙ্কট। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ দীর্ঘ এক বছর ধরে শূন্য রয়েছে। উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা পদ একটি শূন্য রয়েছে। উচ্চমান অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক নেই। পিয়ন মোছা. ছালেহা বেগম ডেপুটেশনে দীর্ঘ ৫ বছর ধরে বরগুনা পিটিআইতে রয়েছে। যার ফলে বামনা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা এবং একজন অফিস সহকারী দিয়ে চলছে। অফিসেও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সঙ্কট রয়েছে।